বিল নং....., ২০২৩

জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, ক্রয়বিক্রয় এবং সরবরাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিল।

যেহেতু দেশে প্রচলিত মুদ্রার আদলে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার, মজুত, পরিবহণ, সরবরাহ, সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম প্রতিরোধসহ জাল মুদ্রা-সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি পুনর্নির্ধারণ এবং বৈধ মুদ্রা ব্যবহারে আইনি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম–(১) এই আইন 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২৩' নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন–––সনের –––তারিখে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) 'আদালত' অর্থ দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত; বা মহানগর দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত;

(খ) 'জালকারী' অর্থ কোনো ব্যক্তি বা সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্রের কোনো সদস্য কিংবা জালিয়াত চক্রের পক্ষে কর্ম সম্পাদনকারী যে-কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) 'জাল মুদ্রা' অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নহে এইরূপ–

(ক) মুদ্রাসদৃশ কাগজ বা ধাতব পদার্থ, যাহা প্রকৃতপক্ষে কোনো মুদ্রা নহে এবং যাহাতে আসল মুদ্রার এক বা একাধিক মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত ; বা

(খ) স্মারক মুদ্রাসদৃশ কাগজ বা ধাতব পদার্থ, যাহা প্রকৃতপক্ষে কোন স্মারক মুদ্রা নহে;

(ঘ) 'টেম্পার্ড (Tampered) মুদ্রা' অর্থ মুদ্রার নম্বর বা স্বাক্ষর বা মূল্যমান অথবা অন্য কোনো মুদ্রণ-বৈশিষ্ট্য বা যেকোনো নিরাপত্তা-বৈশিষ্ট্য টেম্পারিং (Tampering) বা ঘষা-মাজা করিয়া প্রস্তুতকৃত মুদ্রা;

(ঙ) 'ব্লিচড (Bleached) মুদ্রা' অর্থ যেকোনো মূল্যমানের মুদ্রার মুদ্রণ কোনো উপায়ে মুছিয়া ফেলিয়া তদস্থলে ভিন্ন মূল্যমানের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রণ করিয়া প্রস্তুতকৃত জাল মুদ্রা;

(চ) 'মিসম্যাচড (Mismatched) মুদ্রা' অর্থ প্রতারণার উদ্দেশ্যে একাধিক মুদ্রার অংশবিশেষ সংযুক্ত করিয়া প্রস্তুতকৃত মুদ্রা;

(ছ) 'মুদ্রা' অর্থ বাংলাদেশের বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত কোনো ধাতব মুদ্রা বা কাগুজে নোট;

(জ) 'স্মারক মুদ্রা' অর্থ কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দিবস বা ঘটনার স্মরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রিত ধাতব মুদ্রা বা কাগুজে নোট;

জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ

৩। আইনের প্রাধান্য– আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবে।

৪। কমিটি গঠন – জাল মুদ্রা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যূন নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাসমূহের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিটি' গঠন করিতে পারিবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। তথ্য ভান্ডার স্থাপন ও পরিচালনা–(১) বাংলাদেশ ব্যাংক জাল মুদ্রা বাহক, সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারী, বিপণনকারী এবং মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সম্পর্কিত একটি তথ্য ভান্ডার স্থাপন ও পরিচালনা করিবে।

(২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা গোয়েন্দা সংস্থা জাল মুদ্রা-সংক্রান্ত কোনো তথ্য সম্পর্কে অবহিত হইলে বা কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করিলে/হইলে তাহারা উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীন প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করিবে; উক্ত তথ্য জাল মুদ্রা প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিটির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সরবরাহ করিবে।

(৪) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জাল মুদ্রা-সংক্রান্ত কোনো আইনগত কার্যধারা পরিচালনার প্রয়োজনে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য ভান্ডারে রক্ষিত তথ্য ব্যবহার করিতে পারিবে।

৬। জাল মুদ্রা সংক্রান্ত অপরাধ–নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মুদ্রা জালকরণ-সংক্রান্ত অপরাধ বলিয়া গণ্য এবং এই আইনের অধীনে বিচার্য হইবে, যথা:

(১) মুদ্রা জালকরণ বা জ্ঞাতসারে মুদ্রা জালকরণ প্রক্রিয়ার যে-কোনো অংশ সম্পাদন করা;

(২) কোনো মুদ্রা জাল বলিয়া জানা সত্ত্বেও বা উহা জাল বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, জাল মুদ্রা মজুত, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার, গ্রহণ কিংবা অন্য কোনোভাবে উহাকে আসল মুদ্রা বলিয়া ব্যবহার বা লেনদেন করা;

(৩) মুদ্রা জালকরণ কার্যে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে অথবা জালকরণ কার্যে ব্যবহার করা হইবে জানা সত্ত্বেও বা তদ্‌রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, কোনো যন্ত্র, হাতিয়ার, উপাদান বা সামগ্রী প্রস্তুত করা বা প্রস্তুত প্রক্রিয়ার কোনো অংশ সম্পাদন করা, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবহার, সরবরাহ, আমদানি-রপ্তানি, মেরামত, বহন, হেফাজত বা নিজের দখলে রাখা;

(৪) জাল মুদ্রা তৈরি-সংক্রান্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন বা তথ্য আদান প্রদান;

(৫) জাল মুদ্রা তৈরি-সংক্রান্ত ফাইল, অডিও ও ভিডিও ক্লিপিং ইত্যাদির হার্ডকপি কিংবা সফটকপি দখলে রাখা;

জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ

(৬) জাল মুদ্রা বিদেশ হইতে দেশে বা দেশ হইতে বিদেশে সরবরাহ বা পরিবহন বা পাচার;

(৭) ব্লিচড বা টেম্পার্ড বা মিসম্যাচড মুদ্রা ক্রয়বিক্রয়, ব্যবহার বা লেনদেনে ব্যবহার বা বহন বা দখলে রাখা এবং

(৮) জ্ঞাতসারে জাল মুদ্রা অথবা আসল মুদ্রা সম্পর্কিত কোনো গুজব ছড়ানো।

৭। প্রবেশ, তল্লাশি, গ্রেফতার, জব্দ ইত্যাদির ক্ষমতা—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পুলিশের উপ-পরিদর্শক অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তার অথবা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ল্যান্স নায়েক অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তার অথবা কোস্ট গার্ড বাহিনীর পেটি অফিসার অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার কোনো কারণ থাকে যে, কোনো স্থানে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, মজুত, বিপণন, পরিবহণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি সেইরূপ স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি করিতে পারিবেন।

(২) তল্লাশিকালে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, মজুত, বিপণন ও পরিবহণে সম্পৃক্ত কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে তাহাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যাইবে।

(৩) তল্লাশিকালে প্রাপ্ত সন্দেহজনক মুদ্রা, জাল মুদ্রা লেনদেন হইতে প্রাপ্ত প্রচলিত বৈধ স্থানীয় বা বৈদেশিক মুদ্রা (নগদ, চেক বই, প্লাস্টিক মানি তথা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড) যাহাই থাকুক না কেন, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, স্ক্যানার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইত্যাদি এবং কাগজ-কালি, রাসায়নিক দ্রব্যাদিসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি জব্দ করা যাইবে।

(৪) পুলিশ কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে অথবা উপধারা (৩) এর আওতায় কোনো বস্তু জব্দ করিলে তিনি অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অথবা জব্দকৃত বস্তু সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিকটস্থ কোনো অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

৮। অভিযোগ বা মামলা দায়ের—কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে তাহার বিরুদ্ধে পুলিশ অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অথবা সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রতিনিধি অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা নিকটস্থ থানা অথবা আদালতে অভিযোগ বা মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

৯। তদন্ত—(১) এই আইনের অধীন রুজুকৃত মামলা বা অভিযোগ উপ-পরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কিংবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা তদন্ত করিতে পারিবেন।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিয়া আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। কোনো কারণে উক্ত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে কারণ

উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতিক্রমে তদন্তের সময়সীমা অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

১০। জাল মুদ্রা প্রত্যয়ন (Certifying) করিবার ক্ষমতা—বাংলাদেশ ব্যাংক-এর কারেন্সি অফিসার বা তাহার প্রতিনিধিগণ মুদ্রা জাল কি না এই বিষয়ে মতামত প্রদান করিতে পারিবেন। কী বৈশিষ্ট্যের কারণে মুদ্রাগুলি জাল বা আসল মুদ্রা বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে সেই বিষয়ে উপযুক্ত কারণ মতামতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবেন। এতদ্‌বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর কারেন্সি অফিসার বা তাহার প্রতিনিধিগণের মতামত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। ক্যামেরায় গৃহীত স্থির বা ভিডিও চিত্র, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্যমূল্য— অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জাল নোট প্রস্তুত, ধারণ, বহন, মজুত, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবহার, সরবরাহ বা উহার সহিত সম্পৃক্ত কোনো অপরাধের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনের সহায়তা-সংক্রান্ত কোনো ঘটনার ভিডিও চিত্র বা স্থিরচিত্র কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধারণ বা গ্রহণ করা হইলে বা কোন কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা কিংবা টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ই-মেইল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা অন্য কোন মাধ্যমে ধারণ করা হইলে বা টেপ রেকর্ডার বা ডিস্কে ধারণ করা হইলে, এতৎসম্পর্কিত ছবি বা উক্ত ভিডিও চিত্র বা স্থিরচিত্র বা টেপ বা ডিস্ক ইত্যাদি উক্ত অপরাধের বিচারে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে।

১২। বাজেয়াপ্তকরণ ও বিলি-বন্দেজ—(১) এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো দ্রব্যের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যসমূহ সরকার/আদালত কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং তিনি উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মামলার আলামত হিসেবে ব্যবহার, হস্তান্তর, নিলাম বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিলি-বন্দেজের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) তল্লাশিকালে ধারা ৬(৩)-এ জব্দকৃত কোনো বৈধ মুদ্রা বা বৈদেশিক মুদ্রা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

১৩। দণ্ড— (১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬(১) হইতে ৬(৭) পর্যন্ত বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তির দ্বিগুন মূল্যের সমপরিমাণ বা ০১ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত, যাহা অধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, অনাদায়ে অতিরিক্ত ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬(৮)-এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ১০(দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয়

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট
জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ

হইবেন, অনাদায়ে অতিরিক্ত ০২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৪। অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা–এই আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable), অ-আপোসযোগ্য (Non-compoundable) ও অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। অপরাধের বিচার– (১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত বা মহানগর দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

১৬। ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ–এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীনে গ্রেফতার, আটক, তল্লাশি, জব্দ, মামলা দায়ের, তদন্ত, অনুসন্ধান, অপরাধ আমলে গ্রহণ, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)-এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১৭। আপিল–বিচারিক আদালত কর্তৃক রায় প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপিল করা যাইবে।

১৮। জাল মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কে বিধিনিষেধ–বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাল মুদ্রা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা যন্ত্রপাতিসহ যে-কোনো উপকরণ উৎপাদন, সংরক্ষণ, ক্রয়বিক্রয় বা সরবরাহ বা আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। প্রবিধান প্রণয়ন– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করা হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজিতে অনূদিত পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ডিপার্টমেন্ট অব করেন্সী ম্যানেজমেন্ট
জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ

বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ ও দন্ডবিধি ১৮৬০ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের সাথে তুলনামূলক বিবরণী

খসড়া 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন' এর সাথে দন্ডবিধি, ১৮৬০ ও বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

	দন্ডবিধি, ১৮৬০	বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪	খসড়া 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২৩'
অপরাধের ধরণ	ধারা ৪৮৯.এ যে ব্যক্তি কারেন্সী/ ব্যাংক নোট জাল করে অথবা যে ব্যক্তি জেনেশুনে জাল করার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, ধারা ৪৮৯.বি যে ব্যক্তি জেনে শুনে অথবা বিশ্বাস করে জাল কারেন্সী/ ব্যাংক নোট ক্রয় বা বিক্রয় বা গ্রহণ করে, পাচার করে বা ব্যবহার করে ধারা ৪৮৯.সি যে ব্যক্তি জেনে শুনে অথবা বিশ্বাস করে জাল কারেন্সী/ ব্যাংক নোট ধারণ করে এবং আসল নোট হিসেবে বাজারে ব্যবহারের চেষ্টা করে ধারা ৪৮৯.ডি যে ব্যক্তি জেনে বুঝে জাল কারেন্সী/ ব্যাংক নোট তৈরি করে, তৈরি প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে, জাল কারেন্সী/ ব্যাংক নোট তৈরির যন্ত্র, হাতিয়ার ও উপাদান ধারণ, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার করে ধারা ৪৮৯.ই যে ব্যক্তি জাল কারেন্সী/ ব্যাংক নোট বা সদৃশ নোট তৈরি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তৈরি, ব্যবহার, বিতরণ করে	ধারা ২৫(এ) যে ব্যক্তি (এ) জেনেশুনে কারেন্সী/ ব্যাংক নোট জাল করে অথবা জাল করার যেকোন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে অথবা (বি) ক্রয় বা বিক্রয় বা গ্রহণ করে অথবা পাচার করে (সি) তৈরি বা জাল নোট তৈরির যেকোন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বা জাল নোট তৈরির যন্ত্র, হাতিয়ার ও উপাদান সংগ্রহে রাখে	ধারা ৬-জাল মুদ্রা সংক্রান্ত অপরাধ নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মুদ্রা জালকরণ-সংক্রান্ত অপরাধ বলিয়া গণ্য এবং এই আইনের অধীনে বিচার্য হইবে, যথা: (১) মুদ্রা জালকরণ বা জ্ঞাতসারে মুদ্রা জালকরণ প্রক্রিয়ার যে-কোনো অংশ সম্পাদন করা; (২) কোনো মুদ্রা জাল বলিয়া জানা সত্ত্বেও বা উহা জাল বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, জাল মুদ্রা মজুত, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার, গ্রহণ কিংবা অন্য কোনোভাবে উহাকে আসল মুদ্রা বলিয়া ব্যবহার বা লেনদেন করা; (৩) মুদ্রা জালকরণ কার্যে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে অথবা জালকরণ কার্যে ব্যবহার করা হইবে জানা সত্ত্বেও বা তদ্‌রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, কোনো যন্ত্র, হাতিয়ার, উপাদান বা সামগ্রী প্রস্তুত করা বা প্রস্তুত প্রক্রিয়ার কোনো অংশ সম্পাদন করা, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবহার, সরবরাহ, আমদানি-রপ্তানি, মেরামত, বহন, হেফাজত বা নিজের দখলে রাখা; (৪) জাল মুদ্রা তৈরি-সংক্রান্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন বা তথ্য আদান প্রদান; (৫) জাল মুদ্রা তৈরি-সংক্রান্ত ফাইল, অডিও ও ভিডিও ক্লিপিং ইত্যাদির হার্ডকপি কিংবা সফটকপি দখলে রাখা; (৬) জাল মুদ্রা বিদেশ হইতে দেশে বা দেশ হইতে বিদেশে সরবরাহ বা পরিবহন বা পাচার; (৭) ব্লিচড বা টেম্পার্ড বা মিসম্যাচড মুদ্রা ক্রয়বিক্রয়, ব্যবহার বা লেনদেনে ব্যবহার বা বহন বা দখলে রাখা এবং (৮) জ্ঞাতসারে জাল মুদ্রা অথবা আসল মুদ্রা সম্পর্কিত কোনো গুজব ছড়ানো।

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট
জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

সাজার ধরণ	ধারা ৪৮৯.এ ধারা ৪৮৯.বি ধারা ৪৮৯.সি ধারা ৪৮৯.ডি যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা ১০ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।	মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।	ধারা ১৩ দণ্ড– (১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬(১) হইতে ৬(৭) পর্যন্ত বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তির দ্বিগুন মূল্যের সমপরিমাণ বা ০১ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত, যাহা অধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, অনাদায়ে অতিরিক্ত ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (২) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬(৮)-এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ১০(দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, অনাদায়ে অতিরিক্ত ০২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট
জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা
www.fid.gov.bd

নম্বর - ৫৩.০০.০০০০.৩১১.২২.০০২.১৯-২৪

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: ‘জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২৩’-এর খসড়া পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ০৪ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ সকাল ১০.৩০টায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব রুখসানা হাসিন-এর সভাপতিত্বে ‘জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২৩’-এর খসড়া পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

(ফরিদা ইয়াসমিন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১১২০
faridayasmin330@gmail.com

গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক
মতিঝিল, ঢাকা।
(দৃ.আ: পরিচালক, ডিসিএম)

নম্বর - ৫৩.০০.০০০০.৩১১.২২.০০২.১৯-২৪

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

০১. যুগ্মসচিবের (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(ফরিদা ইয়াসমিন)
উপসচিব

গভর্নর মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক

ডাইরি নং- ৭২৬	তারিখ: ১৬।০১।২০২৩
ডেপুটি গভর্নর-১	☐ জরুরী
ডেপুটি গভর্নর-২	☐ দ্রুত ব্যবস্থা নিন
ডেপুটি গভর্নর-৩	☐ দ্রুত আলোচনা করুন
ডেপুটি গভর্নর-৪	☐ পরীক্ষাপূর্বক উপস্থাপন করুন
হেড অব বিএফআইইউ	☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
নির্বাহী পরিচালক-	☐ উপস্থাপন করুন
পরিচালক-	স্বাক্ষর:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা
www.fid.gov.bd

বিষয়: 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২৩'-এর খসড়া পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব রুখসানা হাসিন$_{এনডিসি}$, যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
সভার তারিখ ও সময়	:	০৪ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ, সকাল ১০:৩০ টা।
সভার স্থান	:	এ বিভাগের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩১, ভবন নং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের উপসচিব (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) জনাব ফরিদা ইয়াসমিন সভা আহবানের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব কে এম ইব্রাহিম, যুগ্মপরিচালক জনাব মশিউর রহমান এবং যুগ্মপরিচালক জনাব জুয়েনা রওনিজ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর, সভায় নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

০২. আলোচনা:

ক. উপসচিব জনাব ফরিদা ইয়াসমিন অবহিত করেন যে, গত ১১.০৮.২০২২ খ্রিঃ তারিখ 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২'-এর উপর সর্বশেষ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিকে উল্লিখিত আইনের খসড়ার উপর আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয় ।

খ. বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব কে এম ইব্রাহিম সভাকে অবহিত করেন যে, গত ১১.০৮.২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ অনুযায়ী 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২'-এর ধারা নম্বর ২, ৪ ও ৫ সংশোধন করা হয়েছে এবং ধারা নম্বর ১৯ ও ২০ বাদ দেয়া হয়েছে। অতঃপর সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্মপরিচালক জনাব মোঃ মশিউর রহমান, যুগ্মপরিচালক জুয়েনা রওনিজ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের কর্মকর্তাগণ খাসড়া আইনটির বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

০৩. সিদ্ধান্ত: সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২'-এর খসড়ার ধারা নম্বর ২০ ও ২১ এর ভাষাগত পরিবর্তন করে খসড়াটি সংশোধনপূর্বক সত্বর আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

খ. 'বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪' ও দন্ডবিধি, ১৮৬০' এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে খসড়াটি সংশোধন করতে হবে এবং ধারাসমূহের সাথে তুলনামূলক বিবরণী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

০৪. আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৫/০১/২০২৩
রুখসানা হাসিন$_{এনডিসি}$
যুগ্মসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা
www.fid.gov.bd

বিষয়: 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২'এর খসড়া পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব রুখসানা হাসিন$_{এনডিসি}$, যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
সভার তারিখ ও সময়	:	১১ আগস্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ, সকাল ১১:০০ টা।
সভার স্থান	:	সভাপতির অফিস কক্ষ (কক্ষ নং-৩১৫, ভবন নং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের উপসচিব (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) জনাব মোঃ জেহাদ উদ্দিন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়ার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি গত ২৭.০২.২০২২ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল বারিক-এর সভাপতিত্বে 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২'-এর উপর অনুষ্ঠিত প্রথম সভার সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রেরিত 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২'-এর সংশোধিত খসড়াটি উপস্থাপন করেন। সভায় উদ্যোগী বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক-এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

০২. আলোচনা:

ক. সভায় জনাব মোঃ জেহাদ উদ্দিন জানান যে, বাংলাদেশে জালনোটের কার্যক্রম প্রতিরোধ এবং এ সংক্রান্ত অপরাধ বিচারের জন্য পৃথক কোন কার্যকর আইন নেই। বর্তমানে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৪৮৯ এর (ক), (ঘ) এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর ধারা ২৫ (ক) অনুযায়ী জালনোট সংক্রান্ত অপরাধের বিচার হয়ে থাকে। বর্তমানে অনুসৃত আইনের আওতায় জালনোট সংক্রান্ত অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসনকল্পে বাংলাদেশে জালনোট সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ এবং বিচারের জন্য এ বিভাগ কর্তৃক 'জালনোট প্রতিরোধ আইন, ২০২১' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। উক্ত খসড়ার উপর এ বিভাগের সচিব এর সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং জনমতের জন্য তা এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো) কর্তৃক খসড়াটির ভাষা প্রমিতকরণ করা হয় এবং খসড়াটি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি'র নিকট প্রেরণ করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক গত ২৭.০২.২০২২ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল বারিক-এর সভাপতিত্বে 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২'-এর উপর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক খসড়াটি সংশোধন করে গত ০৭.০৭.২০২২ খ্রিষ্টাব্দে এ বিভাগে প্রেরণ করে।

খ. সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালক জনাব মোঃ জুলকার নায়েন, অতিরিক্ত পরিচালক জনাব কে. এম. ইব্রাহিম, যুগ্মপরিচালক জনাব মোঃ মশিউর রহমান ও যুগ্মপরিচালক জুয়েনা রওনিজ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ মখফার উদ্দিন খোকন অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের মতামত প্রদান করেন।

গ. বিস্তারিত আলোচনা শেষে খসড়া আইনটি পর্যালোচনাপূর্বক আইনের খসড়া সংশোধনের জন্য নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয়:

ধারা ২ (ক): আদালতের সংজ্ঞা বাদ দেয়া যেতে পারে;

ধারা ২ (খ): আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা বাদ দেয়া যেতে পারে;

ধারা ২ (ঙ): টেম্পার্ডের সংজ্ঞায় 'প্রতারণার উদ্দেশ্যে' অংশটুকু বাদ দেয়া যেতে পারে;

ধারা ২ (জ): বাংলাদেশ ব্যাংকের সংজ্ঞা বাদ দেয়া যেতে পারে;

ধারা ২ (ঝ): ব্যাংক কোম্পানী-এর সংজ্ঞা বাদ দেয়া যেতে পারে;

ধারা ২ (ঞ): ''ব্লিচড (Bleached) মুদ্রা' অর্থ নিম্ন মূল্যমানের মুদ্রার মুদ্রণ কোনো উপায়ে মুছিয়া ফেলিয়া তদস্থলে উচ্চ মূল্যমানের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রণ করিয়া প্রস্তুতকৃত জাল মুদ্রা বুঝাইবে' **এর পরিবর্তে** ''ব্লিচড (Bleached) মুদ্রা' অর্থ **যেকোনো** মূল্যমানের মুদ্রার মুদ্রণ কোনো উপায়ে মুছিয়া ফেলিয়া তদস্থলে **ভিন্ন** মূল্যমানের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রণ করিয়া প্রস্তুতকৃত জাল মুদ্রা বুঝাইবে' মর্মে করা যেতে পারে;

ধারা ৪ (২): 'জাতীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং জাল মুদ্রা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যূন নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তার সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থাসমূহের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ সেল' গঠন করিতে পারিবে। সেলের গঠন ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে' **এর পরিবর্তে** 'জাতীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং জাল মুদ্রা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যূন নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তার সভাপতিত্বে **বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাসমূহের** প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ সেল' গঠন করিতে পারিবে। সেলের গঠন ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে' মর্মে করা যেতে পারে;

ধারা ৫ (১): 'বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট জাল মুদ্রা বাহক, সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারী, বিপণনকারী এবং মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সম্পর্কিত একটি তথ্য ভান্ডার পরিচালনা করিবে **এর পরিবর্তে** বাংলাদেশ ব্যাংকের **সংশ্লিষ্ট বিভাগ** জাল মুদ্রা বাহক, সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারী, বিপণনকারী এবং মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সম্পর্কিত একটি তথ্য ভান্ডার পরিচালনা করিবে মর্মে করা যেতে পারে;

ধারা ৫ (২): আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা গোয়েন্দা সংস্থা জাল মুদ্রা-সংক্রান্ত কোনো তথ্য সম্পর্কে অবহিত হইলে বা কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করিলে তাহারা উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্টকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবে' **এর পরিবর্তে** 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা গোয়েন্দা সংস্থা জাল মুদ্রা-সংক্রান্ত কোনো তথ্য সম্পর্কে অবহিত হইলে বা কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করিলে তাহারা উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের **সংশ্লিষ্ট বিভাগকে** প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবে' মর্মে করা যেতে পারে;

ধারা ৫ (৩): 'উপধারা (২)-এর অধীন প্রাপ্ত তথ্য ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করিবে; উক্ত তথ্য জাল নোট প্রতিরোধ-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বা জাল মুদ্রা প্রতিরোধ সেলের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সরবরাহ করিবে' **এর পরিবর্তে** 'উপধারা (২)-এর অধীন প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করিবে; উক্ত তথ্য জাল নোট প্রতিরোধ-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বা জাল মুদ্রা প্রতিরোধ সেলের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সরবরাহ করিবে' মর্মে করা যেতে পারে;

ধারা ৮: 'কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে তাহার বিরুদ্ধে পুলিশ অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অথবা সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রতিনিধি নিকটস্থ থানা অথবা আদালতে অভিযোগ বা মামলা দায়ের করিতে পারিবেন' **এর পরিবর্তে** 'কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে তাহার বিরুদ্ধে পুলিশ অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অথবা সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রতিনিধি **অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক** নিকটস্থ থানা অথবা আদালতে অভিযোগ বা মামলা দায়ের করিতে পারিবেন' মর্মে করা যেতে পারে;

ধারা ১৪: 'উপধারা (২)-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন না হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিবেন' অংশটুকু বাদ দেয়া যেতে পারে;

ধারা ১৬: 'বা প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক' অংশটুকু বাদ দেয়া যেতে পারে;

ধারা ১৯ (১): 'ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট' অংশটুকু বাদ দেয়া যেতে পারে;

ধারা ১৯ (২): বাদ দেয়া যেতে পারে;

নতুন ধারা ২৩: পূর্ববর্তী আইনের ধারা রহিত করা এবং হেফাজত সংক্রান্ত নতুন ধারা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

০৩. **সিদ্ধান্ত:** সভায় সকলের মতামত পর্যালোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক সভার আলোচনা অনুসারে খসড়াটি সংশোধন করে যৌক্তিকতাসহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ বিভাগে প্রেরণ করবে; এবং

খ. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সংশোধিত খসড়াটি পর্যালোচনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়ার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি'র নিকট পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবে।

০৪. আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রুখসানা হাসিন
২১/০৮/২০২২
(রুখসানা হাসিন)
যুগ্মসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা
www.fid.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৩.০০.০০০০.৩১১.২২.০০৮.২০.৪০ তারিখ: ২৪ ফাল্গুন ১৪২৮
০৯ মার্চ ২০২২

বিষয়: 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২' এর খসড়ার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণী।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নম্বর:০৪.০০.০০০০.১১৫.০১(৩).২১.১৩; তারিখ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২' এর খসড়ার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি এ সংগে প্রেরণপূর্বক উক্ত কার্যবিবরণীর সুপারিশ ও সিদ্ধান্তের আলোকে 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২'-এর খসড়া সংশোধনপূর্বক প্রস্তুত করে [হার্ড কপি এ বিভাগে এবং সফট কপি ই-মেইলযোগে js.cb@fid.gov.bd, ds.cb@fid.gov.bd, jehaduddin77@gmail.com, smaali334@gmail.com] সত্বর প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

গভর্নর মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক	
ডাইরী নং- ২৬০৭	তারিখ : ১৪/০৩/২০২২
ডেপুটি গভর্নর-১	☐ জরুরী
ডেপুটি গভর্নর-২	☐ দ্রুত ব্যবস্থা নিন
ডেপুটি গভর্নর-৩	☐ দ্রুত আলোচনা করুন
ডেপুটি গভর্নর-৪	☐ পরীক্ষাপূর্বক উপস্থাপন করুন
নির্বাহী পরিচালক-	☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
জিএম	☐ উপস্থাপন করুন
	স্বাক্ষর :

৯-৩-২০২২
মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৬৬৪৮
ফ্যাক্স: 9513500
ইমেইল: ds.cb@fid.gov.bd

গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা [দৃ.আ. মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট]।

স্মারক নম্বর: ৫৩.০০.০০০০.৩১১.২২.০০৮.২০.৪০/১ তারিখ: ২৪ ফাল্গুন ১৪২৮
০৯ মার্চ ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতির:

১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৯-৩-২০২২
মোঃ জেহাদ উদ্দিন

নির্বাহী পরিচালক- ১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
আইন-৩ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

মুজিব MUJIB ১০০

'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২'-এর খসড়ার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি'র প্রথম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ আব্দুল বারিক অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
তারিখ ও সময়	:	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সকাল ১১:০০ টা
সভার স্থান	:	অনলাইন জুম মিটিং প্লাটফরম
খসড়া আইনের শিরোনাম	:	'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২'
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সচিবের দপ্তর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	
ডাইরী নম্বরঃ ২১০১	তারিখঃ ০২/০৩/২২
অতিরিক্ত সচিব	কৃত ব্যবস্থা নিন
যুগ্মসচিব (কে.ব্যাং)	জানুন
একান্ত সচিব	আলোচনা করুন
স্বাক্ষরঃ	উপস্থাপন করুন
	নথিজাত করুন

সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (আইন-৩), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির নিকট উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত আইনের খসড়াটি উপস্থাপন করেন। সভায় উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

২.০ বিস্তারিত আলোচনা শেষে খসড়া আইনটি পর্যালোচনাপূর্বক আইনের খসড়া সংশোধনের জন্য নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয়:

ধারা ২ (ঙ): টেম্পারড মুদ্রা এর সংজ্ঞা আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে।

ধারা ৪ : কমিটি, সেল গঠন ইত্যাদির বিষয়ে আইনে ধারা রাখার প্রয়োজন আছে কিনা তা পুন:পরীক্ষা করা যায়।

ধারা ৫ : তথ্য ভান্ডার স্থাপনের বিষয়ে আইনে ধারা রাখার প্রয়োজন আছে কিনা তা পুন:পরীক্ষা করা যায়।

ধারা ১০ : অপরাধ সংক্রান্ত ধারাটি পুন:পরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা যায়।

ধারা ১১: অপরাধের শাস্তি সংক্রান্ত ধারাটি পুন:পরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা যায়।

ধারা ১২: সাক্ষ্য আইনের সাথে মিল রেখে ধারাটি সংশোধনক্রমে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা যায়।

ধারা ১৪: ধারা ১৪ কে ধারা ১৭ এর সাথে মিল রেখে উভয় ধারা সংশোধন করা যায়।

৩. এছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

৩.১ জাল মুদ্রা প্রতিরোধে বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ ও দন্ডবিধি, ১৮৬০ অনুযায়ী কাজ করতে বাস্তবে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২২' প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনা করা যায়।

যুগ্মসচিব (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) মহোদয় এর দপ্তর	
ডাইরী নম্বরঃ ২২২	তারিখঃ ৩/৩/২২
উপসচিব (কেন্দ্রীয় ব্যাংক)	
উপসচিব (প্রণিধান/শৃঙ্খলা)	
উপসচিব (বাজেট/এপিএ)	
উপসচিব (এসডিজি)	
	স্বাক্ষর

গুনাব আফিল (SPO)
০৩/০৩/২২

৩.২ কিছু বানান ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে যা সংশোধন করা প্রয়োজন।

৩.৩ খসড়া আইনে বিভিন্ন অভিব্যক্তির সংজ্ঞা থাকলেও আইনের মধ্যে সেগুলোর ব্যবহার নেই বিধায় অপ্রয়োজনীয় সংজ্ঞাসমূহ বিলুপ্ত করা যায়।

৩.৪ বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ ও দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের সাথে তুলনামূলক বিবরণী আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮/০২/২০২২

(মোঃ আব্দুল বারিক)
অতিরিক্ত সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১৫ ফাল্গুন ১৪২৮

নম্বর-০৪.০০.০০০০.১১৫.০১(৩).২১.১৩ তারিখ:.....
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিতরণ সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

সচিব,
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. যুগ্মসচিব (বিধি ও সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. যুগ্মসচিব (কেন্দ্রীয় ব্যাংক), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (সওব্য-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (আইন প্রণয়ন), জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. যুগ্মসচিব (বাজেট-১), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং-২), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮. বিশেষজ্ঞ (বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১০. অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ, মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

২৮/০২/২০২২

(মোঃ শামছুল আলম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৬৪৮৮
e-mail:law_sec2@cabinet.gov.bd